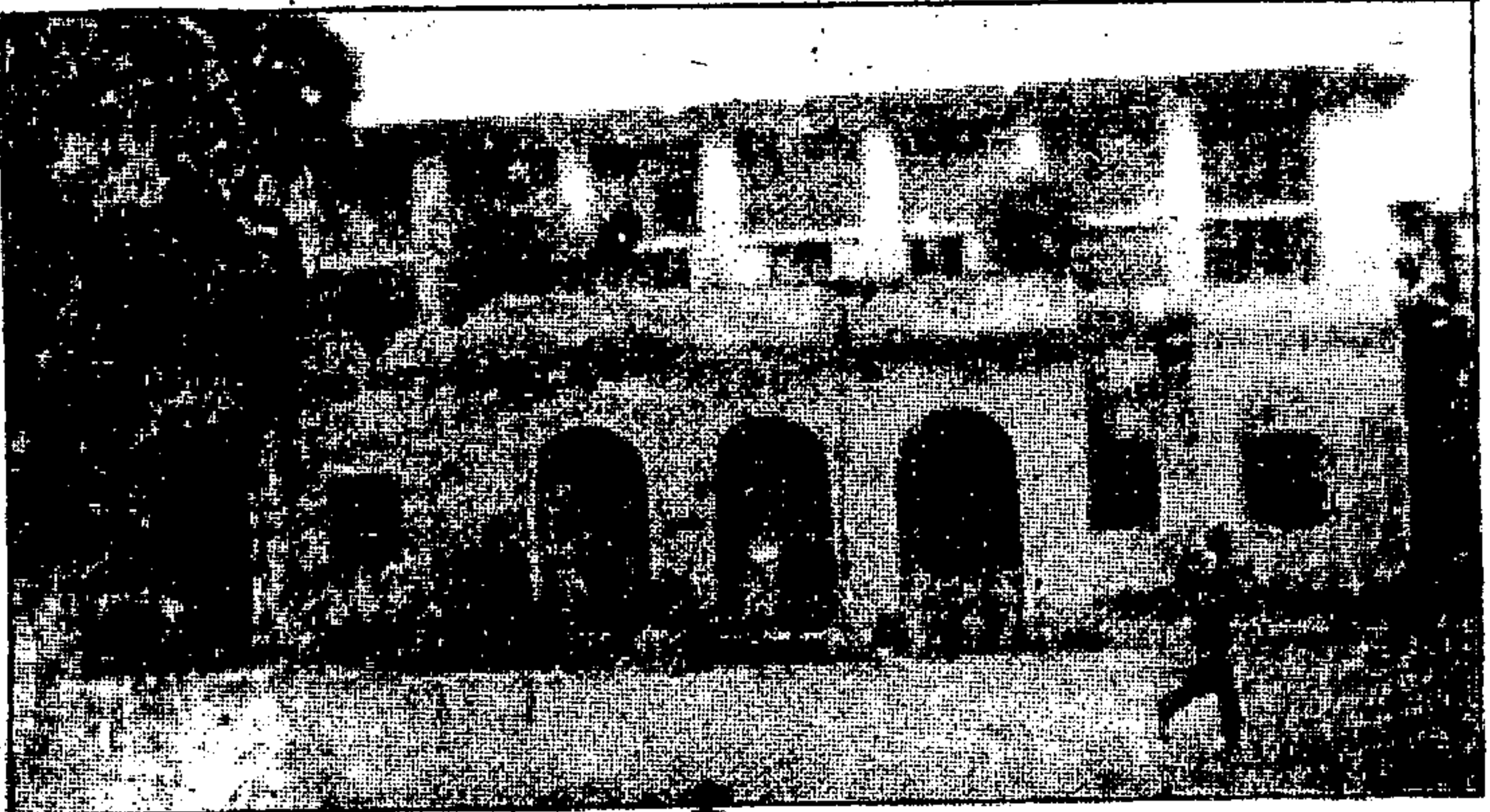


ঢাকা কলেজিয়েট :

ঢাকা'র প্রথম স্কুল



প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল

এ দেশের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুলের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। বলা যেতে পারে এ স্কুলটি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার সূতিকাগার। কারণ এ স্কুলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ঢাকা কলেজ পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো না, সে যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো প্রধানত দু'রকমের। হিন্দুদের জন্যে সংস্কৃত টোল আর মুসলমানদের জন্যে মাদ্রাসা।

সংস্কৃত টোলে অবশ্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কোনো স্থান ছিলো না। এটা পরিচালনা করতো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা, শিক্ষার্থীরাও ছিলো অধিকাংশ একই বর্ণের। ঢাকার অদূরে ক্রীকমপুরের টোলসমূহ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ছিলো দ্বিতীয় স্থানের। এ প্রসঙ্গে W. W. Hunter তাঁর A Statistical Account of Bengal Part-V গ্রন্থে (১৮৭৭ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত) বলেছেন There are also numerous Sanskrit tols, or Sanskrit Schools, where logic, rhetoric, grammar, and astronomy are taught. These are principally situated in Bikrampur which are as regards Sanskrit learning, ranks second only to Nadiya

in all Bengal। অপরদিকে মুসলমান ছাত্ররা সাধারণত মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতো। মাদ্রাসায় তারা কোরআন, হাদিস, আরবী, ফারসী ও উর্দু শিক্ষা লাভ করতো। একেত্রে সকল শ্রেণীর নাগরিক এসব মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করার সমান সুযোগ পেতো। ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা প্রাচ্যাত্মা শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে উপমহাদেশের কয়েকটি বড় বড় শহরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। সে উদ্দেশ্যেই মিঃ রিড নামে

কম্পাস পরিচিতি

এক ইংরেজ উদ্যোক্তা ঢাকায় ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই "ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী" নামে ১টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই এ স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এটাই পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম স্কুল। এ স্কুলটি সম্পর্কে ডব্লিও ডব্লিও হাটার বলেন "স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দু' বছরের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধশালী স্কুলরূপে পরিগণিত হয়"। স্কুলটিতে তখন ঢাকার ইংরেজ, ধনবান, ও সমাজের সন্তানরাই অধ্যয়নের সুযোগ পেতো। বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সিন্ধু হাট সেটিই ছিলো ঢাকা কলেজিয়েট প্রথম ভবন, এটাই পরে এটি স্থান হয় বর্তমান গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের স্থানে। সবশেষে বড় অবস্থান সদরঘাট টোলসমূহ।

নং লয়াল স্ট্রিটে। ১৮৪১ সালে এ সেমিনারী হতে জন হয় ঢাকা কলেজের। তখন স্কুলটির নাম রাখা হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। স্কুলটিও কলেজ অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ১৯০৮ সালের

জুলাইতে স্কুলটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে নেয়া হয়। তখন থেকে স্কুলটি জিলা স্কুলের মর্যাদা পেয়ে আসছে। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ হতেই উদ্ভব হয় বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক রায় সাহেব রতনমনি গুপ্ত

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত এ স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমগ্র বঙ্গের মধ্যে একাধিকবার খুঁট বছর প্রথম স্থান অধিকার করে এ স্কুলটি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘজীবনে দু'বার কলেজের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা কলেজ